বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন "বাংলাদেশ আঞ্চলিক অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন প্রকল্প-১ (চট্টগ্রাম-ঢাকা-আশুগঞ্জ ও সংযুক্ত নৌ-পথ খনন এবং টার্মিনালসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি নির্মাণ)"-শীর্ষক প্রকল্পের সারসংক্ষেপ

প্রকল্পের নাম	ঃ	**বাংলাদেশ আঞ্চলিক অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন প্রকল্প-১ (চট্টগ্রাম-ঢাকা-আশুগঞ্জ ও সংযুক্ত নৌ-পথ খনন এবং টার্মিনালসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি নির্মাণ)**
বাস্তবায়নকাল	ঃ	০১ জুলাই ২০১৬- ৩০ জুন ২০২৪ (প্রস্তাবিত : ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫)
প্রাক্কলিত মূল্য	ঃ	মোট ৩২০০.০০কোটি টাকা, জিওবি ৩২০.০০কোটি টাকা পিএ ২৮৮০.০০কোটি টাকা (বিশ্বব্যাংক)
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	ঃ	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ	প্রকল্পের সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের জন্য চট্টগ্রাম-ঢাকা-আশুগঞ্জ অঞ্চলের নৌ- করিডোরের সক্ষমতা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন এবং একে টেকসই খাত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা।

প্রকল্পের প্রধান অংগসমূহঃ

- ঢাকা ও চট্টগ্রাম করিডোরের আশুগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও বরিশালে মূলনদী ও শাখাসমূহ Performance Based Contract (PBC) ড্রেজিং এর মাধ্যমে রক্ষণা বেক্ষণ এবং নাব্যতা সংরক্ষণ (প্রায় ৯০০ কিঃমিঃনৌপথ)। এ নৌকরিডোর বরাবর ০৬টি স্থানে নৌ-যানসমূহের ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ। প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত স্থান সমূহ হচ্ছে- ষাটনল, চরভৈরবী, চাঁদপুর, মেহেন্দীগঞ্জ, সন্দ্বীপ এবং নলচিরা;
- উক্ত নৌ-রুটের ৩টি ফেরী ক্রসিং এলাকায় সংরক্ষণ ড্রেজিং। যথাঃ চাঁদপুর-শরিয়তপুর, লক্ষীপুর-ভোলা এবং ভেদুরিয়া-লাহারহাট;
- ৪টি প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল নির্মাণ ও উন্নয়ন (শ্মশানঘাট, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুরএবংবরিশাল) এবং ২টি কার্গো টার্মিনাল নির্মাণ ও উন্নয়ন (পানগাঁও ও আশুগঞ্জ)
- বিভিন্ন স্থানে [ভৈরব বাজার, আলু বাজার, হরিণা, হিজলা, মজু চৌধুরী, ইলিশা (ভোলা), ভেদুরিয়া, লাহারহাট, বদ্দারহাট, দৌলতখাঁ, চেয়ারম্যানঘাট (চরবাটা), সন্দ্বীপ, তজুমদ্দিন, মনপুরা এবং তমুরুদ্দিন] ১৪টি লঞ্চল্যান্ডিং ষ্টেশন নির্মাণ;
- ২টি মাল্টি পারপাস ভেসেল সংগ্রহ;
- প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি; ইত্যাদি।

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমিঃ	চট্টগ্রাম-ঢাকা-আশুগঞ্জ নৌ-করিডোর এবং নারায়ণগঞ্জ ও বরিশাল এর বর্ধিতাংশ অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ভারতের সাথে দ্বিপাক্ষিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রাধিকার রুট বাজল পথ হিসেবে সনাক্ত ও চিহ্নিত করা হয়েছে। দেশের প্রায় ৮০% অভ্যন্তরীণ নৌ-যান এ করিডোরের মধ্য দিয়ে চলাচল করে এবং দৈনিক প্রায় ২ (দুই) লাখ যাত্রী এসব জলপথ ব্যবহার করে। যাত্রী ও মালামাল পরিবহন করার ক্ষেত্রে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর এবং বরিশাল অভ্যন্তরীণ নদী টার্মিনালসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। নদীসমূহের সর্বোচ্চ গভীরতা সীমা অনুসারে নৌ-পথের শ্রেণি বিন্যাস করা হয়ে থাকে। ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়ক পথের ওপর পণ্যবাহী যানবাহনের চাপ কমানোর উদ্দেশে অভ্যন্তরীণ নৌ-পথসমূহ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের সাথে দীর্ঘদিনের আলোচনান্তে প্রাথমিকভাবে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক বিশ্বব্যাংকের আইডি এফান্ডের সহায়তায় ৩২০০.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় একটি ডিপিপি প্রণয়ন করে ০৩-০২-২০১৬ তারিখে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে নৌ-পরিবহনমন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ২৪-০২-২০১৬ তারিখে প্রকল্প

	যাচাই কমিটির সভা এবং এরই ধারাবাহিকতায় ২৫-০৪-২০১৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি)'র সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপির ওপর ১০-১১-২০১৬ তারিখের অনুষ্ঠিত একনেক সভায় প্রকল্পটি অনুমোদিত হয় এবং ১৬-০৩-২০১৭ তারিখে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় হতে এর প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারি করা হয়। প্রসংগত, ২১-১২-২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংক (আইডিএ)'র মধ্যে Financial Agreement এবং ১৯-০৩-২০১৭ তারিখে বিআইডব্লিউটিএ এবং অর্থ বিভাগের মধ্যে প্রকল্পটির Subsidiary Grant Agreement স্বাক্ষরিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০-০৩-২০১৭ তারিখ হতে প্রকল্পের কার্যকারিতা তথা প্রকল্পের প্রকৃত বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। প্রকল্পে মোট ৪০টি প্যাকেজের (সেবা-২৫টি, পণ্য-১০টি এবং কার্য-৫টি) আওতায় দরপত্র কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এগুলোর মধ্যে ইতোমধ্যে ১৯টি প্যাকেজের (সেবা-১৩টি, পণ্য-৫টি এবং কার্য-১টি) দরপত্র কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। এর অংশ হিসেবে সবগুলো প্যাকেজের দরপত্র আহবান করা হয়েছে। আহ্বানকৃত দরপত্রের মধ্যে এ পর্যন্ত ১৫টি প্যাকেজের (সেবা-১১টি এবং পণ্য-৪টি) NOA প্রদানপূর্বক চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। কারিগরি মূল্যায়ন সম্পন্ন শেষে ১টির খসড়া নিগোশিয়েটেড চুক্তি চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। এছাড়া ৩টি প্যাকেজের ১ম দফায় আহ্বানকৃত দরপত্র নিষ্পত্তি না হওয়াতে ২য় দফা তথা পুন:দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।